সূচিপত্র

১. ছাত্র-ছাত্রী ১১

২. ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক অবয়বে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন ১২

৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন ১৩

- ❖ ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ ১৩
- ❖ ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ১৫

৪. ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান ও একমাত্র ১৮

- ❖ সর্বদা জ্ঞানোন্মুখ ১৮
- ❖ পড়ালেখায় মনোনিবেশ ১৯
- ❖ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ২০
- ❖ ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ২২
- ❖ আদর্শিক গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ২৩

৫. ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার উপকরণের প্রতি যত্নবোধ জাগ্রত হওয়া ২৪

৬. ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়া ২৫

- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা ২৫
- ❖ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সম্মান করা ২৭.

৭. ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশ ও সংরক্ষণে করণীয়-বর্জনীয় বিভিন্ন দিক ২৮

- ❖ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় ২৮
- ❖ মধ্যম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় ২৯
- ❖ কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় ২৯

▲ ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বক্ষণিক ও দৈনন্দিন করণীয় ৩০

৮. ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রত্বের দাবি অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা ৩১

- ❖ পড়ালেখায় বেশি মনোযোগী হওয়া ৩১
- ❖ কল্পনায় জীবনের চিত্র অঙ্কন করা ৩২
- ❖ সময়ের সদ্ব্যবহার ৩৩

▲ সময় সদ্ব্যবহারের কতিপয় ধরন ও নীতি অবলম্বন ৩৪
ভালো বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক গঠন ৩৪
আল্লাহর ভয় বা তাকওয়াভীতি মনে বদ্ধমূলকরণ ৩৫
স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল হয়ে সকল কার্যসম্পাদন ৩৭
আদর্শিক নেতৃত্ব প্রাপ্তি ও প্রদান যাদের একমাত্র তামান্না ৩৯
▲ সময় অপব্যয়ের কতিপয় ধরন ও এ সম্পর্কে সচেতনতা ৪০
❖ ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠা ৪৩
রাতে যথাসময়ে ঘুমানো ৪৩
রাতে খাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা ৪৪
পরিমাণ মতো ঘুমানো ৪৪
ভোরে ঘুম থেকে উঠার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৪৫
▲ ঘুম থেকে জেগে উঠার পদ্ধতি ৪৫
ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে পানি পান করা ৪৫
ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখা ৪৬
পিতা-মাতা ও অন্যান্যদেরকে জাগিয়ে দেয়ার অনুরোধ ৪৬
প্রতিবেশি কাউকে জাগিয়ে দেয়ার অনুরোধ ৪৬
মোরগ প্রতিপালন ৪৭
ভোরে জেগে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ ৪৭
▲ ঘুম বেশি হওয়ার কারণ অনুসন্ধান ৪৮
❖ অলসতা পরিহার করা ৪৮
❖ এইচএসসি পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বেশি মেলামেশা না করা ৪৯
❖ অহেতুক কথা-বার্তা না বলা ৫০
❖ টেলিভিশন দেখার প্রতি কম আগ্রহী হওয়া ৫১
❖ খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে না যাওয়া ৫৩
❖ দিবস বরণে সংগীত বা কনসার্টে গা ভাসিয়ে না দেয়া ৫৩
❖ কম্পিউটার গেমস বা নেটে বসে চ্যাট করে সময় নষ্ট না করা ৫৪
❖ মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া ৫৪
❖ অবসরে আদর্শ গ্রন্থ পড়া ৫৫

৯. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে পিতা-মাতার উপদেশ শ্রবণ ও গৃহ অঙ্গনে নিজেদের সম্পৃক্ততা ৫৬
- ❖ পিতা-মাতাকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা ৫৬
- ❖ পিতা-মাতার কথা মতো পড়ালেখা করা ৫৭
- ❖ পিতা-মাতার সাথে রাগ-ঢাক না করা ৫৭
- ❖ পিতা-মাতার আদর্শিক জীবনবোধ থেকে শিক্ষা ৫৮
- ❖ পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী দাবি পেশ করা ৫৯
- ❖ অসময়ে পিতা-মাতার কাছে বেড়ানোর দাবি পেশ না করা ৬০
- ❖ পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহে কোনো পক্ষ অবলম্বন না করা ৬১

১০. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ৬১
- ❖ শিক্ষকদের সালাম দেয়া ৬২
- ❖ শিক্ষকদের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বলা ৬৩
- ❖ শিক্ষকদের সম্মান করা ৬৩
- ❖ শিক্ষকদের আদর্শিক জীবনবোধ থেকে শিক্ষা ৬৩
- ❖ শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে জীবন পরিচালনা ৬৪

১১. ভালো ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় গুণাবলী অর্জন ৬৪
- ❖ ভালো চিন্তা-চেতনার বোধোদয় ৬৫
- ❖ সুন্দর রুচিবোধের সম্মিলন ৬৬
- ❖ অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দুর্নিবার ইচ্ছা শক্তি ৬৭
- ❖ নিয়মিত সালাত আদায় ৬৮
- ❖ মাহে রামাদানে সিয়াম আদায় ৭০
- ❖ আমানতের হিফাযত ৭২
- ❖ দান-সাদাকা করা ৭৩
- ❖ সুন্দর কথোপকথন ৭৫
- ❖ আদবের সাথে পথ চলা ৭৬

  মুরুব্বিদের চোখে বেয়াদব হিসেবে পরিগণিত না হওয়া ৭৭

  নিজেদের গৃহে প্রবেশে সালাম দেয়া ৭৮
- ❖ আত্মীয়-স্বজনদের অবমূল্যায়ন না করা ৭৮
- ❖ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ৭৯

১. ছাত্র-ছাত্রী

যারা পড়ালেখা বা শিক্ষা গ্রহণ করে তারাই ছাত্র-ছাত্রী। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে পরিচিত। এবার যারা শিক্ষকদের আদর্শের অনুকরণে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশিত ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথ ও মতের সাথে একমত পোষণ করে পড়ালেখা, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা এবং পিতা-মাতা, শিক্ষকবৃন্দ ও বড়দের সাথে আদর্শিক আচার-আচরণ প্রকাশ করে তাদেরকেই বলা হয় ভালো ছাত্র-ছাত্রী।

এমন ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু যে পরিবারেরই সম্পদ তা নয়; তারা দেশ ও দশের সম্পদ এবং আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সার্থক উত্তরসূরি; সমগ্র দুনিয়ার সকল মানবতার মুক্তিকামী। আর এজন্যে সকলেই তাদের প্রতি হয় সদয় ও গঠনে অত্যন্ত সচেতন এবং যত্নশীল।

মূলত ভালো ছাত্র হওয়া; ভালো ফলাফল অর্জন করা, আদর্শ জীবন গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত মেনে জীবন পরিচালনা করার জন্যে প্রত্যেকের প্রচেষ্টাই যথেষ্ট। দুঃখজনক হলেও সত্য, আত্মিকভাবে আমাদের সমাজ আজ কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত; লোকজন বিপথগামী। যার ফলে এখানে যে কোনো ভালো ও উপকারী বিষয় সকলের কাছে পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও ভুল ও মন্দ বলে বিবেচিত হয় আর অন্যায়, অসত্য বিষয়গুলো হয় প্রশংসিত ও সমাদৃত।

এ অবস্থায় বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত ও পড়ালেখায় মনোনিবেশ করে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শিখে ছাত্র-ছাত্রীরা অসত্য ও অন্যায়ের বুকে দুর্বার আঘাত করে ভাল হওয়ার প্রতি সচেষ্ট হওয়া উত্তম ও আদর্শিক লক্ষণ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

"কোনো ব্যক্তি চেষ্টার ফলে তাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩৯)

কাজেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভালোভাবে পড়ালেখা করে ভালো ফলাফল অর্জন ও সর্বোত্তম বিকাশে সচেষ্ট হওয়ার বিকল্প নেই।

২. ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক অবয়বে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন

ছোটবেলায় গ্রামের সরু পথ ধরে গমনকারী এক ধরনের ব্যক্তিদের খুব দেখতাম। অনেক দূর থেকে দেখলেও তাদের বেশভূষা, তথা মাথায় লম্বা চুল, হাতে পায়ের আঙ্গুলে লম্বা নখ, গায়ে পোশাক-পরিচ্ছদ তথা বড় পকেটওয়ালা চক্কর-বক্কর জামা, গলায় ঝুলানো চাদর বা ওড়না, হাতে জড়ানো শিকল, লাল-সাদা সুতা, কাঁধে বহু পকেটওয়ালা কাপড়ের ব্যাগ যা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলানো, পরনে প্যান্ট যা বহু দিনের পুরনো একদিকে তালি, আরেক দিকে বালি, অন্যদিকে লাগানো ভূতের ছবি আর সামনের দিকে পকেটের ছড়াছড়ি, পায়ে পাঁচ ইঞ্চি উঁচু আড়াই কেজি ওজনের জুতো ইত্যাদি দেখে যে কেউ তাদের সন্ন্যাসি বা সন্ন্যাসিনী বলেই চিনত। সময়ের ব্যবধানে, ফ্যাশনের ছড়াছড়িতে নিজেদেরকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের নেশায় আজকে এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও যেন সেই রকম বেশ ধরে নিজেদের পরিচয়কে সকলের কাছে তুলে ধরতে চায়! কিন্তু এ কী ঠিক। বরং তাদের সবচাইতে বড় পরিচয় তারা ছাত্র-ছাত্রী এ কী যথেষ্ট নয়! ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সবাই আদর করে, ভালোবাসে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাদের সুন্দর জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দু'আ করে এ কী যথেষ্ট নয়! অবশ্যই যথেষ্ট।

কাজেই আজকের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলব ছাত্র-ছাত্রী মানেই ফ্যাশনের পরিচয় বাহক না হয়ে ছাত্রত্বের পরিচয় বাহক হওয়া চাই। তোমাদেরকে দেখলে যেন কেউ এমন মন্তব্য না করে যে, সে কি ছাত্র! সে কি ছাত্রী! ছাত্র-ছাত্রীদের বেশভূষা কি এমন হয়! এটা দুঃখজনক। ছাত্র-ছাত্রী নামের কলঙ্ক। সেই সাথে ব্যাগে বই-খাতা ও শিক্ষা উপকরণ নিয়ে এমনভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা যা পায়ের সাথে হাঁটতে বার বার ধাক্কা খায়– এমনটি বড়ই বেদনাদায়ক। শিক্ষা উপকরণ অত্যন্ত পবিত্রতম জিনিস। এগুলো বার বার পায়ের সাথে লাগা আর হাঁটতে-চলতে ধাক্কা খাওয়া আদবের বিপরীত। তাই এভাবে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে আর সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনী বেশ ধারণ করে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় আসা-যাওয়া না করে প্রকৃত অর্থে আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের মতো সবকিছু করা উত্তম।

৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্যের পরিস্ফুটন

আল-কুরআনুল কারীমে পোশাক-পরিচ্ছদকে মানব সভ্যতার মূল ও আদর্শের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে এটি মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যতম নিয়ামত ও করুণা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন :

"হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফাযত ও সাজসজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভাল। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে।" (আল কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ : আয়াত-২৬)

উল্লিখিত আয়াতে তাকওয়ার পোশাককে সর্বোৎকৃষ্ট বলতে যা বুঝানো হয়েছে তার ব্যাখ্যায় মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) লিখেছেন, 'লিবাসুত তাকওয়া' তথা পরহেজগারীর পোশাক বলে এমন পোশাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হবে শরীর আবৃতকরণ, সৌন্দর্য বিধান ও অলংকরণের মাধ্যমে আল্লাহভীতি অর্জন। অর্থাৎ লজ্জাস্থানগুলো এমনভাবে আবৃত করা, যাতে শরীর উলঙ্গও না থাকে আবার এতো টাইট হবে না, যাতে কাপড়ের উপর থেকেই আবৃত অঙ্গ পূর্ণরূপে ভেসে উঠে বা দৃশ্যমান হয়। অধিকন্তু সেই পোশাকে অহংকার ও বড়ত্বের কোনোরূপ ছাপ থাকবে না, থাকবে না অপব্যয়ের কলঙ্ক। বরং তাতে বিনয় ও ভদ্রতার প্রভাব থাকবে সুস্পষ্ট। এককথায় যে পোশাক গুরুত্বের সাথে প্রয়োজন ও শালীনতা রক্ষিত হবে সে পোশাকই উত্তম। (মা'আরিফুল কুরআন, ২/৫২৬)

৩.১. ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ

ছাত্রদের গায়ের শার্ট, গেঞ্জি, পাঞ্জাবী কোন রঙের হবে? কী একদম কালো না সাদা? লাল না হলুদ? সবুজ না বেগুনী? আকাশী না জাফরানী রঙের ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নেয়া উত্তম। কেননা আজকে আমাদের ছাত্রদেরকে যদি আমরা যথানিয়মে আদর্শিক ছাঁচে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমাদের আগামী হবে বিপদগামী, অনাদর্শিক। আর তাহলে সামগ্রিকভাবে আমরাই পিছিয়ে পড়বো, জাতিতে হবো আমরা দুর্বল। তাছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ মেনে চলা যে আমাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণকর। তাই এখানে ছাত্রদের শার্ট, গেঞ্জি ও পাঞ্জাবীর রঙ-চং কেমন হওয়া উত্তম সে বিষয়ে হাদীসে পাক থেকে উল্লেখ করছি ঃ